..• UUC 20

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭ .....

শিবির আজ ঝিনাইদহ কুষ্টিয়ায় হরতাল ডেকেছে

ইসলামী ভার্সিটির আহত ছাত্রের মৃত্যু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

যশোর ব্যুরো ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষে আহত ছাত্রশিবির কর্মী আমিনুর রহমান মারা গেছেন। এর প্রতিবাদে ছাত্রশিবির শনিবার ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহবান করেছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ১শ ৫০ জন ছাত্র আহত হন। এদের ১৮ জন এখনও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি। যার ৬ জনের অবস্থা গুরুতর।

আহত আমিনুর ও আবুল কালাম মজুমদারের অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতেই তাদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেয়া হচ্ছিল। এদের বহনকারী গাড়িটি ফরিদপুর পৌছালে রাত ১২ টার দিকে আমিনুর মারা যান। তার লাশ ফিরিয়ে আনা হয় ঝিনাইদহে। সেখানে শুক্রবার সকালে ময়না তদন্ত হয়। ছাত্র শিবির কর্মীরা আমিনুরের লাশ শহরের আলহেরা ইসলামী ইন্সটিটিউটে নিয়ে আসে। পরে ঝিনাইদহ শহরের অগ্রণী ব্যাংক মোড়ে বাদ জুম্মা আমিনুরের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে তার লাশ আনা হয় যশোরের অভয়নগর থানার পায়রা গ্রামে। সেখানে লাশের দাফন সম্পন্ন হয় রাতে। আমিনুর পায়রা গ্রামের উমর আলীর পুত্র। তিনি ইসলামী

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী ভার্সিটির আহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কোরআন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে রোববার কুষ্টিয়া ও সোমবার ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচীও দেয়া হয়েছে।

শুক্রবার ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, এখন পরিস্থিতি শান্ত পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছে।

ছাত্রলীগের প্রতিবাদ সভা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান ঃ ছাত্রলীগ (শা-পা) শুক্রবার বেলা তিনটার সময় বৃহস্পতিবারের ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইনগেটে এক সভার আয়োজন করে। প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শামসুল ইসলাম জোহা বলেন, শিবির পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নারকীয় নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। এই নৈরাজ্যের ফল তাদের ভোগ করতে হবে। সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাস সংলগ্ন শিবিরের ইউনিক কোচিং সেন্টার ভাংচুর করে।

নিজস্ব সংবাদদাতা ঝিনাইদহ থেকে জানান, ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের উদ্যোগে শুক্রবার বিকালে স্থানীয় অগ্রণী চত্বরে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সভাপতি আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবী করা হয়। সভায় এ সংঘর্ষের জন্য ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীদের দায়ী করা হয়।

এর আগে শিবির কর্মীরা ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়ক অবরোধ করে।